Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্‌ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বিয়ে, ইসলাম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

তত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাজহারুল ইসলাম সাইদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাওজুদা রাব্বি

রোলঃ ২১৫০০২০৯

৩০ নভেম্বর ২০২৩

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বিয়ে, ইসলাম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুষাঙ্গিক রিপোর্ট

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাজহারুল ইসলাম সাইদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাওজুদা রাব্বি

রোলঃ ২১৫০০২০৯

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বিয়েঃ ইসলাম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি" বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেট থেকে মাওজুদা রাব্বি, আইডিঃ ২১৫০০২০৯ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন ।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাজহারুল ইসলাম সাইদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটার্নালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্টানঃ

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “বিয়েঃ ইসলাম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি” শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাজহারুল ইসলাম সাইদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

মাওজুদা রাব্বি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ নভেম্বর ২০২৩

মাওজুদা রাব্বি

রোলঃ ২১৫০০২০৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

সূচিপত্র

ভুমিকা --- ৬

পরিবারের সূচনা – বিয়ে -- ৭

বিয়ের গুরুত্ব -- ৭

ইসলামে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও নির্দেশ -- ৯

যাদেরকে বিয়ে করা হারাম --- ১০

কাদেরকে বিয়ে করা যাবে -- ১১

বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী দেখে নেয়া -- ১২

বিয়ের উপাদান -- ১৩

পাত্রীর সম্মতি --- ১৫

বিবাহের ওয়ালিমা -- ১৫

স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব -- ১৭

একাধিক বিবাহ --- ১৯

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিকভাবে বিয়ে কঠিন হওয়ার কারণসমূহ ------------------- ২০

উপসংহার -- ২৬

তথ্যসূত্র -- ২৭

বিয়েঃ ইসলাম ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভূমিকা

আদম আলাইহিস সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর সৃষ্টি করা প্রথম মানুষ। যিনি জান্নাতের অমিয় সুধা পান করেও একাকিত্বের কারণে অখুশি ছিলেন। আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলা তারই শরীরের অংশ থেকে তার স্ত্রী হাওয়া আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করেছিলেন। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহ তা'আলা কেন তার সঙ্গী হিসেবে একজন নারীকেই সৃষ্টি করলেন? যে কিনা হবে তার সহধর্মিনী। এই সংগীটি তো একজন পুরুষ বা ছোট শিশু ও হতে পারতো। যার সাথে আদম আলাইহিস সালাম গল্প করে সময় কাটাতে পারতেন। কিন্ত আল্লাহ সেটা করেননি। তিনি একজন নারীকেই সৃষ্টি করলেন। এর কারণ আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন তার সৃষ্ট মাখলুকের কখন কি চায়। আল্লাহ নারী এবং পুরুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে তাদের জীবনে একে অন্যকে প্রয়োজন হবে। যতই সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্যে থাকুক না কেন সর্বদা একে অন্যের সাহচর্য চাইবে। এটাই আল্লাহ প্রদত্ত প্রকৃতির নিয়ম। নারী এবং পুরুষের সহাবস্থান এবং মিলনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে তাদের বংশক্রম। যারা পৃথিবীতে বিচরণ করবে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করবে।

সুতরাং ফিতরাত গত ভাবে মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব। আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'য়ালা এই পৃথিবীর এত অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন

"হে মানব মন্ডলী আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পারো"। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)

সুতরাং মানুষের জন্মের মূল ভিত্তিই হচ্ছে একজন পুরুষ ও একজন নারী। আমরা জানি যে ধর্মীয় বা সামাজিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই একজন নারী ও পুরুষের একসাথে হওয়ার মাধ্যম হল বিয়ে।

পরিবারের সূচনা - বিয়ে

বিয়ে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথম জানতে হবে যে বিয়ে আসলে কি?

বিয়ে হচ্ছে একটি সামাজিক বন্ধন বা বৈধ চুক্তি যার মাধ্যমে দু'জন মানুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মানুষের ভৌগোলিক অবস্থান, জীবনাচার ,ধর্মীয় বিশ্বাস ,সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি ভেদে বিয়ের বিভিন্ন ধরন আছে। কিন্ত যেভাবেই সেটা সংঘটিত হোক না কেন দু'জন মানুষের একসাথে বসবাস করার প্রক্রিয়া, একে অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, দায়িত্ববোধ এগুলো আসলে অভিন্ন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। পরে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একত্রে জীবন যাপন করে"। (সূরা আরাফ, আয়াত-১৮৯)

এইখানে জুড়ি বলতে আসলে স্বামী স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে, যাদের সম্পর্কটা বিয়ের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে।

বিয়ে হল একজন নারী ও একজন পুরুষের একত্রে বসবাসের চুক্তিপত্র, যা প্রকাশ্যে সামাজিকভাবে দুইজন সাক্ষীর(দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার) মোকাবেলায় সম্পাদিত হয়। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে প্রকাশ্য ইজাব এবং কবুলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মোহরানায় এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। পুরুষ মহিলাটিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং মহিলাটি উক্ত ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মতি দেয়। এভাবেই তাদের একত্রে বসবাস করা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে বৈধতা লাভ করে।

বিয়ের গুরুত্ব

- বিয়ে হচ্ছে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি পবিত্র জীবন ব্যবস্থা। নারী ও পুরুষের অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারমূলক মেলামেশা থেকে হেফাজতের মূল উপায় হচ্ছে বিয়ে। ইসলামে সন্ন্যাস যাপন

বা বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত ভাবে কিছু স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য এবং কামনা বাসনা রয়েছে ইসলাম সেই কামনা বাসনা বা সহজাত বৈশিষ্ট্যকে দমন করে না বরং সেগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে বলে এবং তার সঠিক নীতিমালা প্রণয়ন করে। এমনই ভাবে মানুষের ভিতরে জন্মগতভাবে কাম প্রবৃত্তিও রয়েছে, বিয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'লা সেই প্রবৃত্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আরেক ধরনের জীবন ব্যবস্থা কিছু মানুষ গ্রহণ করে থাকে। যেমন, বৈরাগ্যবাদ। যা জোরপূর্বক এবং অবাস্তবভাবে মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করতে চায়। এর ফলস্বরূপ তারা আরো বিভ্রান্তির মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। ইসলাম বৈরগ্যবাদকে কখনোই সমর্থন করেনা। আমরা জানি যে পৃথিবীতে সার্বজনীন ভাবে মানুষের আগমন যাদের মাধ্যমে তারা হচ্ছেন আদম আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার স্ত্রী হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা স্বামী-স্ত্রী হয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন।

- বিয়ের অন্যতম গুরুত্ব হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে দুইটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গঠিত হয় যার ফলে একজন মানুষ নিজ বংশ এবং স্ত্রী বা স্বামীর বংশের অনেকগুলো মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। বিভিন্ন মানুষের সাথে চলাফেরা ও ওঠা বসার সুযোগ হয় ,পারস্পরিক খোঁজখবর নেওয়া, সামাজিকতা, একজনের মাধ্যমে আরেকজনের উপকার সাধনের সুযোগ, একজনের মাধ্যমে অন্য জনের জীবিকার বা বিভিন্ন কাজকর্মের সন্ধান ইত্যাদির সুযোগ হয়।

- বিয়ের অন্যতম আরেকটি গুরুত্ব হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে মানুষের একাকীত্ব দূর হয়। আর বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা। যার মূল কারণেই আছে একাকীত্ব।

- বিয়ের মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষের ধারা আদম আঃ থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত জারি আছে।

- বিয়ের মাধ্যমেই নারী পুরুষ বৈধভাবে তার পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের স্বাদ পেতে পারে। যা স্বভাবগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বিরাজমান।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেছেন

"এবং বিয়ে দাও তোমাদের মধ্যকার এমন ছেলেমেয়েদের যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই এবং তোমাদের দাস-দাসীর মধ্যে যারা যোগ্য"। (সূরা নূর, আয়াত ৩২)

“নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পূর্বে রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করেছি”। (সূরা আর রাদ, আয়াত ৩৮)

ইসলামে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও নির্দেশ

ইসলাম সর্বদা বৈধ ও হালাল পন্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন, নৈতিক উৎকর্ষতা এবং সামাজিক সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করে থাকে। সন্তান জন্মের পর তার লালন-পালন এবং উত্তম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার এবং বালেগ হলে ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতা এবং অভিভাবকের দায়িত্ব।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবাহানাহুওয়া তা'আলার বাণী হচ্ছে- “আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদেরকে বিবাহ করিয়ে দাও এবং তোমাদের সৎ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের কেউ যদি তারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তার অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিবেন”। (সূরা নূর, আয়াত ৩২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের প্রতি মুসলিম সমাজকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- “বিবাহ আমার সুন্নত নীতি। অতএব যে ব্যক্তি আমার নীতি অনুযায়ী কাজ করবে না সে আমার দলভুক্ত নয়”।

আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চারটি জিনিস নবীদের চিরাচরিত সুন্নত লাজ লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মেসওয়াক করা ও বিবাহ করা”। (জামে আত তিরমিজি ১০১৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বের হলাম। আমরা ছিলাম যুবক। বিবাহের ব্যয় বহনের সামর্থ্য আমাদের ছিল না। তিনি বললেন “হে যুবসমাজ তোমাদের বিবাহ করা উচিত। কেননা ইহা দৃষ্টিশক্তিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রাখা সুরক্ষিত রাখে। আর তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য নেই সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা তার যৌন শক্তিকে দমিয়ে রাখবে”। (তিরমিজি ১০১৯)

যাদেরকে বিয়ে করা হারাম

কাদেরকে বিয়ে করা যাবে এবং কাদেরকে বিয়ে করা যাবেনা এ বিষয়ে আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। সূরা নিসার ২১, ২২ ও ২৩ নম্বর আয়াতে এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা আছে। উল্লেখিত আয়াত গুলো অনুযায়ী যাদের সাথে বিয়ে করা চিরতরে হারাম তারা হচ্ছে-

১. পিতার স্ত্রী(সৎ মা) , পিতামহের স্ত্রী (দাদী, সৎ দাদী) ও মাতামহের স্ত্রী (নানী, সৎ নানী)

২. মা

৩. কন্যা

৪. বোন

৫. ফুফু

৬. খালা

৭. ভাতিজি

৮. ভাগিনি

৯. দুধ মা

১০. দুধ বোন

১১. শাশুড়ি

১২. সৎ বোন

১৩. পুত্রের স্ত্রী

১৪. দুই বোনকে একত্রে

১৫. সধবা মহিলা

১৬. মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য মোশরেক নারী ও পুরুষ

১৭. মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ (সূরা নূর, আয়াত ৩)

১৮. হাদিস থেকে দেখা যায় ফুফু ভাইজি এবং খালা বোনজি কে একত্রে বিয়ে দেয়া হারাম

১৯. মুতা বিয়ে অর্থাৎ সাময়িকভাবে বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে। ইসলামের প্রথম যুগে কোন সফরে গিয়ে সাময়িকভাবে কোন মহিলাকে বিয়ে করা জায়েজ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এরূপ বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে।

কাদেরকে বিয়ে করা যাবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন "তোমাদের জন্য হালাল করা হলো সতীসাধ্বি মুমিনা নারীদের কে এবং তোমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবদের সতী সাধ্বি নারীদেরকে। যখন তোমরা তাদের প্রাপ্য মোহর প্রদান কর এবং তোমরা না করো প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়"। (সূরা মায়েদা ,আয়াত ৫)

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন - "ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা কোন মুশরিক নারীকে বিয়ে করো না । মুমিনা দাসী-মুশরিক নারী থেকে উত্তম যদিও তারা তোমাদের নিকট আকর্ষণীয় হয়। মুমিনা নারীরা যেন মুশরিক পুরুষকে বিয়ে না করে যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। মুমিন দাস মুশরিক পুরুষের থেকে উত্তম যদিও তারা তোমাদের নিকট আকর্ষণীয় হয়"। (সূরা বাকারা, আয়াত ২২১)

সূরা নূরের ২৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন – "অপবিত্র নারীগণ অপবিত্র পুরুষদের জন্য আর অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের জন্য, পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের জন্য"।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে- "ব্যভিচারী পুরুষ যেন ব্যভিচারী নারী বা মুশরিক মহিলা ভিন্ন অন্য কাউকে বিয়ে না করে। ব্যভিচারী নারী যেন ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিক ভিন্ন অন্য কাউকে বিয়ে না করে, কেননা মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হলো"। (সূরা নূর, আয়াত ৩)

আমাদের বর্তমান সমাজে শিক্ষা ধন-সম্পদ বংশ মর্যাদা সৌন্দর্য এগুলোর ভিত্তিতে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়ে থাকে। যেখানে দ্বীনদারিতার প্রাধান্য থাকে খুবই কম।

জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "মহিলাদেরকে তাদের দ্বীনি চেতনা, ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করা হয় তুমি দ্বীনদার পাত্রকে অবশ্যই অগ্রধিকার দিবে তোমার হাত কল্যাণে পরিণত হবে"। (জামে আত তিরমিজি ১০২৪)

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "যার দ্বিনী চেতনা ও চারিত্রিক মান সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। যদি তা না করো তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে"। (তিরমিজি আয়াত ১০২২)

সুতরাং উল্লেখিত হাদিস গুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের দ্বীনদারিতা এবং নৈতিক চরিত্র এগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সর্বপ্রথম এগুলোই বিবেচনা করা উচিত।

বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী দেখে নেয়া

বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই পাত্র এবং পাত্রীকে ভালোভাবে দেখা এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে হবে। বিয়ে কোন সাময়িক বিষয় নয়। এটা সারা জীবনের সিদ্ধান্ত। বিয়ে শুধু দুইজন মানুষের মধ্যকার সম্পর্কই নয় পাশাপাশি দুইটি পরিবারেরও সম্পর্ক বৈকি। তাই পারিপার্শ্বিক সবকিছু বিবেচনা না করে তাড়াহুড়ো করে বিয়ের মতো সিদ্ধান্তে আগানো মোটেও ঠিক নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন "এতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই যে এসব নারীদের বিবাহের প্রস্তাব সম্পর্কে ইঙ্গিতে কোন কথা বলো অথবা নিজেদের অন্তরে তা গোপন রাখো, আল্লাহ জানেন যে শিগগির তোমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করবে। কিন্তু তাদেরকে গোপনে প্রতিশ্রুতি দিও না। হ্যাঁ তবে নিয়মমাফিক আলোচনা করতে পারো আর যতক্ষণ না নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়ে যায় ততক্ষণ বিবাহের চুক্তি সংকল্প করোনা। মনে রেখো আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কি রয়েছে তা জানেন তাই সতর্ক থাকো এবং জেনে রাখো"। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৫)

মুগিরা ইবনে শোয়েব রা: থেকে বর্ণিত, তিনি এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "তাকে দেখে নাও, এটা তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি করবে"। (আত তিরমিজি ১০২৫)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমি আনসারীদের একটি মহিলাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেছি। হুজুর বলেন প্রথমে তাকে দেখে নাও কেননা আনসারীদের কোন কোন লোকের চোখে একটি দোষ থাকে"। (মুসলিম মিশকাত ২৯৬৫)

হযরত যাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহে প্রস্তাব দেয় তখন যদি তাদের পক্ষে সেই নারীর এমন কোন জায়েজ অঙ্গ দেখা সম্ভব হয় যা তাকে বিবাহের দিকে ডাকে তবে সে যেন তা দেখে"। (আবু দাউদ ২৯৭৩)

বিয়ের উপাদান

ইজাব কবুলসহ বিয়ের সম্পর্কিত চারটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. বিয়ের ঘোষণা

২. বিয়ের সাক্ষ্য

৩. মেয়েকে মোহরানা প্রদান

৪. অভিভাবকের অনুমতি

১) বিয়ের ঘোষণা: ইসলামে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে বিয়ে করার কথা বলা হয়েছে চুরি করে বা গোপনে বিয়ে করলে সেটা বৈধ হবে না।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "তোমরা বিবাহের ঘোষণা দিয়ে বিবাহের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে"। (আত তিরমিজি)

২) বিয়ের সাক্ষ্য: বিয়ের জন্য দুইজন সাক্ষ্য জরুরী। সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "যে সব নারী সাক্ষ্য ছাড়া বিয়ে করে তারা ব্যভিচারিণী, জেনা করিনি"। (আত তিরমিজি, ১০৪০)

অতএব কেবলমাত্র একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে ফেলতে পারে না। অবশ্যই কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী প্রয়োজন।

৩) স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান: আল্লাহ বলেছেন- "তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সতি সাধ্বি নারীদেরকে অথবা তোমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বি নারীদেরকে, যখন তোমরা তাদের প্রাপ্য মোহর প্রদান করো"। (সূরা মায়েদা, আয়াত ৫)

"আর তোমরা দাম্পত্য জীবনের যে স্বাদ গ্রহণ করো তার বিনিময়ে একটি অবশ্য করণীয় ফরজ হিসাবে তাদের মোহর পরিশোধ করো। আর নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর যদি তোমরা পরস্পর একমত হয়ে যাও তাতে কোন পাপ নেই"। (সূরা নিসা, আয়াত ২৪)

অপর একটি আয়াতের বর্ণনায় এসেছে- "তোমরা সন্তোষ সহকারে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও, তবে যদি তারা স্বেচ্ছায় কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা আনন্দের সাথে মজা করে উপভোগ করতে পারো"। (সূরা নিসা, আয়াত ৪)

- **মোহরানার পরিমাণ**

মোহরানার পরিমাণ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী কম বা বেশি হতে পারে। উভয়পক্ষ থেকে একমত হয়ে এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই ধার্য করা হবে। মোহরানা পূর্ণ বা আংশিক আদায় করা যায়। আবার ভবিষ্যতে আদায় করা হবে এমন শর্তেও প্রদান করা যায়।

আবুল আসবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাবা (রা) বলেছেন- 'সাবধান তোমরা নারীদের মোহর উচ্চহারে বৃদ্ধি করো না। কেননা তা যদি দুনিয়াতে সম্মানের বস্তু অথবা আল্লাহর কাছে তাকওয়ার বস্তু হত তবে তোমাদের চেয়ে আল্লাহর নবী এ ব্যাপারে বেশি উদ্যোগী হতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **১২** উকিয়ার বেশি মোহরে তার কোন স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন অথবা তার কোন কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই"। (তিরমিজি ১০৫১)

৪) অভিভাবকের অনুমতি

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "কোন মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করলে সে বিবাহ বাতিল, সেই বিবাহ বাতিল, সেই বিবাহ বাতিল। কিন্তু তার স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে থাকে তবে তার লজ্জাস্থান হালাল মনে করে সঙ্গত হওয়ার কারণে মোহরের অধিকারী হবে"। (আত তিরমিজি ১০৩৯)

পাত্রীর সম্মতি

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "বালেগা বিবাহিতা নারীর অনুমতি ব্যতীত যেমন বিয়ে দেয়া যাবে না তেমনি বালেগা কুমারীকেও তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন তার অনুমতি কিভাবে নেয়া যেতে পারে কথা না বললে? তিনি বলেন তার চুপ থাকাই অনুমতি"। (বুখারী ও মুসলিম মিশকাত ২৯৯৪)

সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে অভিভাবকের অনুমতি যেমন প্রয়োজন তেমনি বালেগা পাত্রীর সম্মতিও প্রয়োজন। তাই এই দুটি বিষয় পূরণ হলেই বিয়ে যথার্থভাবে সম্পন্ন হবে। কোন একপক্ষ বিয়ে দিলে সে বিয়ে সম্পন্ন হয় না।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'এক বালেগা কুমারী মেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো যে তার বাবা তার অমতে তাকে বিয়ে দিয়েছেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ স্বামীর সাথে থাকা বা না থাকার অধিকার দিলেন'। (আবু দাউদ- ৩০০২)

তাই উল্লেখিত হাদিস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে অলি বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যেমন বিয়ে যথার্থ হয় না তেমনি বালেগা মহিলার বিয়েতে সম্মতি প্রয়োজন। তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে কার্যকর হয় না।

বিবাহের ওয়ালিমা

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়ালিমা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। তিনি তার সকল বিয়েতে ওয়ালিমার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে সেটা খুব জাকজমক হতে হবে বা উন্নত মানের খাবারের ব্যবস্থা করতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাঃ এর বিয়েতে ছাতু ও খেজুর দিয়েও ওয়ালিমা হয়েছে।

আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর গায়ে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন কি ব্যাপার? তিনি বলেন আমি একটি খেজুরের আংটিসম সোনার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন, ”আল্লাহ তোমায় বরকত দান করুন। একটি বকরি দিয়ে হলেও ওয়ালিমার আয়োজন করো”।   (তিরমিজি ১০৩২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম উম্মুল মুমিনিন জয়নাব রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু, জয়নাব বিনতে যাহাশ ও বিবি সাফিয়ার বিয়ের পর ওয়ালিমার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। তাই বিয়ের পর যার যার সাধ্যমত ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা উচিত।

- **বর্তমানে ওয়ালিমার প্রচলন**

বর্তমানে বিয়েতে বিবাহত্তর সংবর্ধনা তথা ওয়ালিমা যেটা বৌভাত হিসেবে পরিচিত, এত বিশাল আয়োজনের সাথে পালিত হয়ে থাকে যে সেটা পাত্রের এবং তার পরিবারের ওপর জুলুম হয়ে যায়। ঠিক যেমনটা বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রীর পরিবারের উপর জুলুম হয়ে থাকে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিয়েতে পাত্রীর বাড়িতে পাত্রপক্ষ অধিক সংখ্যক বরযাত্রী নিয়ে বিয়েতে ঠিকই যায় কিন্ত বিয়ের পরে তারা কোন ধরনের ওয়ালিমা করতে রাজি হয় না।

স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব

স্বামীর অধিকার

ইসলামে স্বামীকে স্ত্রীর উপরে কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

কুরআনের আয়াত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "পুরুষরা হচ্ছে নারীদের উপর কর্তা ও পরিচালক এজন্য যে, আল্লাহ একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদা দান করেন এবং এজন্য যে পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ খরচ করে থাকে"। (সূরা নিসা, আয়াত ৩৪)

স্ত্রীর যাবতীয় ভরণপোষণ, তার দায়িত্ব এবং পরিবারের সবার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য। যে দায়িত্বে এবং কর্তব্য স্ত্রীর উপর কোনভাবেই বর্তায় না। তাই স্বামী এগুলোর ব্যবস্থা করবে আর স্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে থেকে স্বামীর আনুগত্য করবে।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- "নারীদের উপর পুরুষদের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৮)

হাদিস

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন স্ত্রীলোক যখন তার নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজান মাসে রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং তার স্বামীর অনুগত থাকে তখন সে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারে"। (মিশকাত - ৪০১৫)

এছাড়া নিচে স্বামীর কয়েকটি অধিকার উল্লেখ করা হলো-

১.স্ত্রীর স্বাধীন চলাফেরায় বিধি নিষেধ আরপের অধিকার স্বামীর আছে।

২. স্ত্রীর নফল এবাদতে বিধি নিষেধ আরপের অধিকার আছে

৩. সব সময় স্ত্রীর সার্বিক সহযোগিতা লাভের অধিকার আছে।

৪. স্ত্রীর মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ ও পরিতৃপ্তি লাভের অধিকার আছে

৫. এছাড়াও আছে অবাধ্য স্ত্রীকে শাসনের অধিকার

৬. তালাক প্রদানের অধিকার।

স্বামীর দায়িত্ব

১. মোহরানা প্রদানের দায়িত্ব

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মনের সন্তোষ সহকারে তাদের মোহরানা প্রদান করো"। (সূরা নিসা আয়াত ৪)

২. স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানের দায়িত্ব

"আর তাদেরকে খোরপোষ প্রদান কর সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী এবং অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি তার সাধ্য অনুযায়ী। ন্যায় সঙ্গত ভাবে কিছু খরচপত্রের ব্যবস্থা করো। এ হল সদাচারীদের দায়িত্ব"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২৩৬)

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন- তাকে খাওয়াবে যখন তুমি খাবে তাকে পরাবে যখন তুমি পড়বে। (মিশকাত)

অপর একটি হাদিসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের বা স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের অধিকার হলো তাদের জন্য পোশাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্যের উত্তম ব্যবস্থা করা" (তিরমিজি ১১০১)

স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করার দায়িত্ব

"তাদের সাথে সৎ ভাবে জীবন যাপন করো" (সূরা নিসা, আয়াত ১৯)

"তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য সৎ ভাবে কিছু ধন-সম্পদ প্রদান মুত্তাকীদের কর্তব্য" (সূরা বাকারা, আয়াত ২০১)

"এরপর যখন সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন হয় তাদেরকে সৎ ভাবে রাখো অথবা যথা নিয়মে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও" (সুরা তালাক, আয়াত ২)

এছাড়া স্ত্রী প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ মহব্বত রাখা, তাদেরকে শিক্ষা দান, সংশোধন করা, দীনমুখী করা দ্বীনি চেতনা সৃষ্টি করা, স্ত্রীকে যৌন তৃপ্তি দান, স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেয়া, নিয়মমাফিক

তালাক প্রদান এবং যথারীতি ভালোভাবে বিদায় করা , একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করা ও ইনসাফ কায়েম করা । এগুলো স্বামীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

স্ত্রীর অধিকার এবং দায়িত্ব

আসলে স্বামীর দায়িত্ব গুলো হচ্ছে স্ত্রীর অধিকার আদায় অপরদিকে স্বামীর অধিকার হচ্ছে স্ত্রীর দায়িত্ব।

মোহরানা লাভ, খোরপোষের অধিকার, স্বামীর কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার, স্বামীর স্নেহ ও ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার, যৌন তৃপ্তি লাভের অধিকার, খোলা তালাকের অধিকার। এগুলো একদিকে যেমন স্বামীর স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব অপরদিকে স্ত্রীর এগুলো স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া অধিকার।

একইভাবে স্ত্রীর দায়িত্বের বিষয়ে বলতে গেলেও এটাই আসে যে, যেগুলো স্বামীর তার স্ত্রীর কাছ থেকে অধিকার হিসেবে প্রাপ্য সেগুলো আসলে স্ত্রীর দায়িত্ব। যেমন,

স্বামীর অনুগত থাকা, স্বামীর গোপনীয় বিষয়ে সমূহ সংরক্ষণ করা, স্বামীকে সঙ্গদান এবং সর্বতভাবে সম্ভাব্য সহযোগিতা করা, স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা, স্বামীকে যৌন তৃপ্তি দান, স্বামীর সন্তানের জন্মদান, সন্তানকে প্রতিপালন করা, নিজের সতীত্ব সংরক্ষণ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ধন-সম্পদ সংরক্ষণ, পরিবারের দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করা, স্বামীর মান সম্মান রক্ষা করা, স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা। এসব কিছুই একদিকে যেমন স্ত্রীর দায়িত্ব অপর দিকে স্বামীর অধিকার।

একাধিক বিবাহ

ইসলাম পূর্ব সমাজে বহুবিবাহ ব্যবস্থা চালু ছিল।একজন পুরুষের শতাধিক স্ত্রীও বর্তমান ছিল। ইসলাম এ সংখ্যাকে ৪ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন- "যদি তোমরা ইয়াতিম মেয়েদের মধ্যে সুবিচার করতে ভয় পাও তাহলে অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে ২,৩ বা ৪ জনকে বিয়ে করো। আর যদি তাদের মধ্যে ইনসাফ না করার আশঙ্কা থাকে তবে একটাই। অথবা যে দাসীগণ তোমাদের মালিকানাধীন আছে । এভাবেই সবচেয়ে কম অন্যায় হবার সম্ভাবনা রয়েছে" । (সূরা নিসা, আয়াত ৩)

এ আয়াতটিতে আসলে অধিক বিবাহের কোন আদেশ দেওয়া হয়নি। বরং অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াতিম মেয়েদের ধন-সম্পদ, রূপ যৌবন একজন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রয়েছে সে ব্যাপারে ইয়াতিম মেয়েকে বিয়ে করলে মোহরানা প্রদান ও যথাযোগ্য মর্যাদা দানের সুবিচার করার ভয় থাকলেই অন্য

স্ত্রীলোক থেকে দুই তিন বা চার বিয়ের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি ইনসাফ কায়েম করার বিষয়ও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনসাফ কায়েম করার বিষয়ে কোনো ধরনের আশংকা থাকলে একটি মাত্র বিয়ে করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যতই প্রয়োজন থাকুক না কেন একের অধিক বিবাহ করা যাবে না।

কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় যে কোরআনের এই আয়াতটিকে পুরুষরা নিজেদের সুবিধা মত ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা শুধু এটাই মনে রাখে যে সে চারটি বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু কুরআনে যে বিয়ের সাথে ইনসাফের বিষয়টা এত সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে এ বিষয়টা সেভাবে গুরুত্ব সহকারে দেখেনা। যার ফলে একাধিক বিয়ে আমাদের সমাজে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না। কারণ দেখা যায় যে পুরুষরা দ্বিতীয় বিবাহ করার পর প্রথম স্ত্রীর কোন খোঁজ খবরই রাখে না। তার কোন হক আদায় করে না, এমনকি প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের ভরণ পোষণ পর্যন্ত দিতে অনেকে অস্বীকার করে। তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় অথবা নতুন স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে এবং পূর্বের পরিবারের কোন খোঁজ খবর রাখে না। সম্পূর্ণ মনোননিবেশ থাকে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রতি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিকভাবে বিয়ে কঠিন হওয়ার কারণসমূহ

- **১.অতিরিক্ত মোহরানা ধার্য**

মোহরানা ধার্য হওয়া উচিত মেয়ের সম্মান এবং ছেলে পক্ষের সামর্থের উপর ভিত্তি করে।কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সামাজিকভাবে এত বেশি মোহরানার প্রচলন আছে যা ছেলেপক্ষের সামর্থের অনেক বাইরে। এজন্য অনেক ছেলেই স্বাভাবিকভাবে বিয়ের সামর্থ্য থাকলেও আতিরিক্ত মোহরনার ভয়ে বিয়ে করতে দেরি করে বা আরো বেশি পরিমাণ প্রস্তুতি নিতে হবে এরকম চিন্তা করে।

- **২.যৌতুকের প্রচলন**

আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে অনেক প্রচার-প্রচারণার কারণে যৌতুক অনেকাংশে কমে গেছে। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু অঞ্চল বিশেষত উত্তরবঙ্গে এই প্রচলন এখনো রয়েছে। অনেক জায়গায় সরাসরি

যৌতুক বলা না হলেও এটাকে উপহার বা ডিমান্ড এই ধরনের বিভিন্ন নামে অভিহিত করে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মেয়ের পরিবারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যা বাংলাদেশে বিয়ে কঠিন হওয়ার অন্যতম একটি কারণ।

- **৩.মেয়েদের ক্ষেত্রে পড়াশোনা শেষ করতে হবে এরকম শর্ত**

কিছু কিছু গার্ডিয়ান আছে যারা মনে করে পড়াশোনা শেষ না করে মেয়েকে বিয়ে দিলে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে । এই চাপের কারণেই অনেক মেয়েরা বিয়ের উপযুক্ত হলেও পড়াশোনা শেষ করার জন্য তিন থেকে চার বছর দেরি করছে এবং সে সময় ভালো পাত্র পাওয়াও তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে । সব মিলিয়ে এর কারণে সমাজে বিয়ে কঠিন হয়ে পড়ছে।

- **৪.ছেলেদের আর্থিক অবস্থার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ**

বিয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক বংশগত এবং আর্থিক কুফু মেলানোর একটা বিষয় ইসলামে রয়েছে। তবে কুফু মিলানোর কথা বলে ছেলের আর্থিক সামর্থ্যকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা হচ্ছে । এই মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার দ্বীনি যোগ্যতা, অন্যান্য যোগ্যতা পিছনে পড়ে যাচ্ছে। এজন্য এই যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে ছেলের জন্য বিয়ে জিনিসটা কঠিন হয়ে পড়ছে ।.

- **৫.ভাই বোনের বিয়ের ক্রম রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা**

বিয়ের ক্ষেত্রে বড় ভাইয়ের পর মেজ ভাই, মেজো ভাইয়ের পরে ছোট ভাই ইত্যাদি ক্রম স্বাভাবিক। এবং এটিই স্বাভাবিকভাবে হওয়া উচিত। কিন্তু এটা হতেই হবে, এর ক্রম ভঙ্গ হওয়া একদম হারাম, এরকম একটি অলিখিত নিয়ম বাংলাদেশের সমাজে প্রচলিত আছে । যদি ক্রম রক্ষা করে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় সেটা তো খুবই ভালো। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যেখানে ক্রমের একটু ব্যাতিক্রম ঘটালেই কয়েকটি বিয়ে অনেক সহজ হয়ে যায় ।

- **৬.ছেলেদেরকে ছোটবেলা থেকেই দায়িত্বশীল করে গড়ে না তোলা**

দ্রুত বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় সবসময় বলে থাকি যে ছেলেমেয়েদেরকে দ্রুত বিয়ে দেওয়াই কল্যাণকর । কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, ছেলের মধ্যে দায়িত্বশীলতার যথেষ্ট

অভাব রয়েছে। বিয়ে করার পর বউ বা নতুন পরিবার গঠনের মত দায়িত্বশীলতা এখনো গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে এই অদায়িত্বশীল ছেলেকেই দ্রুত বিয়ে দিতে হবে বিষয়টা এমন নয়। তবে এক্ষেত্রে সলিউশন হচ্ছে ছেলেমেয়েদেরকে বিশেষত ছেলেদেরকে ছোটবেলা থেকেই দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলা । অনেক বয়স হয়ে গেলেও অনেক ছেলেরা পুরোপুরি দায়িত্বশীল হতে পারছে না এটাও বাংলাদেশের বিয়ে কঠিন হওয়ার একটা অন্যতম কারণ।

- **৭.ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ**

বাংলাদেশে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগের কারণে ছেলেরা স্ত্রীদের কাছ থেকে যে ভালোলাগা প্রত্যাশা করে বা পেয়ে থাকে সেগুলো বান্ধবীদের কাছ থেকেই পেতে পারছে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই তারা বিয়ে করার প্রয়োজনীয়তাই সেই ভাবে অনুভব করছে না এবং দুঃখজনক হলেও এটা অনেকাংশে মেয়েদের জন্যও সত্য।

- **৮. "ছেলে হোক মেয়ে হোক জীবনে বিয়ে একবারই" এই শর্ত আরোপ করা**

সমাজে অলিখিত এই শর্তের কারণে বিয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই অত্যাধিক বাছ বিচার করে থাকে। যা সমাজে বিয়েকে কঠিন করে দিচ্ছে।

অথচ ইসলামে পুরুষদের একাধিক বিয়ের সুস্পষ্ট অনুমতি রয়েছে এবং মেয়েদেরও বিধবা হলে বা তালাকপ্রাপ্ত হলে তারাও অন্যত্র সহজেই বিয়ে করতে পারে। দ্বিতীয় সংসারেও যদি বিধবা বা তালাপ্রাপ্ত হয় পুনরায় সে আবার বিবাহ করতে পারবে এর কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। অথচ বাংলাদেশের সমাজে কেউ বিধবা হলে বা তালাকপ্রাপ্ত হলে পরবর্তীতে তাকে বিয়ে করা বা করানোর দিকে কারোরই কোন মনোযোগ থাকে না ।

- **৯.নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নতুন ভাবে করা যাবে না এরকম নিয়ম**

ইসলামে ১৪ শ্রেণীর নারী বা পুরুষের বিয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও চাচাতো ভাই/বোন, ফুফাতো ভাই/বোন, খালাতো ভাই/বোন, মামাতো ভাই/বোন ইত্যাদির ক্ষেত্র বিবাহ বন্ধন দোষের কিছু নয়। অথচ সামাজিকভাবে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের মানুষ এটাকে অনেকটা নিষিদ্ধের মতো মনে করেই এ ধরনের বিয়ে থেকে বিরত থাকে।

- **১০.বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের তুলনায় তাদের বাচ্চাদেরকে সামাজিকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া**

একটি বাস্তব গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বোঝানো সম্ভব । যেমন, ধরা যাক একজন মহিলা ৩৩ বছর বয়স, বিধবা হয়েছে, তার দুটি বাচ্চা আছে, একজনের বয়স ৭ বছর আর একজনের বয়স ১২ বছর। এক্ষেত্রে সমাজ বা সমাজের মানুষজন ৩ সদস্যের এই পরিবারটিকে দেখলেই ওই দুটি বাচ্চাদেরকে খুবই সমবেদনা জানায় যে, ' ইশ, বাচ্চা দুটি কম বয়সেই এতিম হয়ে গেল ! ' অথচ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তারা বড় হয়ে বিয়ে শাদী করলে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভব। অথচ ওই ৩৩ বছর বয়সী নারীটির যৌবনের এখনো অর্ধেকটাই বাকি রয়েছে। সে যে স্বামী বিহীন জীবন কাটাচ্ছে বা কাটাতে হবে এটা নিয়ে কেউই কোন তেমন সমবেদনা প্রকাশ করে না বা বা তাকে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বা তাকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কেউই গুরুত্ব দেয় না বা গুরুত্ব আছে বলে মনে করে না বা অনুভবই করেনা । উল্টা বিয়ের কথা কেউ বললেই তাকে বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং চরিত্রহীনতার তকমা লাগানোর চেষ্টা করা হয় । বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

- **১১.নিজ জেলা বা বিভাগের বাইরে বিয়ে করা যাবেনা মর্মে কুসংস্কারে আটকে থাকা**

পাত্র-পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষই নিজ জেলা বা নিজ বিভাগের জেলাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে । কথাটি সত্য যে এতে কিছু উপকারিতা রয়েছে কিন্তু "এই নীতিকে লংঘন করাই যাবে না" অনেকে কঠিন ভাবে তা মনে করে । এতে পাত্র-পাত্রী খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্র অনেকটা সংকীর্ণ হয়ে যায়, ফলে পাত্র-পাত্রী খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় এবং বিয়ে কঠিন হয় ।

- **১২.সন্তানের উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার উদাসীনতা**

বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক বাবা মাই উদাসীন থাকে। তারা ভাবে মেয়ে এখনো বড় হয়নি অথচ তার বিয়ের বয়স হয়তো আরো পাঁচ বছর আগেই হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ছেলেদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে । মা বাবা ভাবে ছেলে এখন উপার্জন করতে পারে না অথচ অনেক ক্ষেত্রে এমন থাকে যে, মা-বাবা আর্থিকভাবে অনেক সচ্ছল। চাইলে তার ছেলেকে বিয়ে দিয়ে কিছুদিনের জন্য ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে খুবই উদাসীন থাকে।

- **১৩.বাংলাদেশের নারী নির্যাতন আইন**

বাংলাদেশের নারী নির্যাতন আইন বিয়ে কঠিন হওয়ার অন্যতম একটি কারণ । এই আইন দিয়ে নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে বাঁচানোর জন্যই করা হয়েছিল। পুরুষের নির্যাতন থেকে নারীদেরকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ অবশ্যই নেয়া উচিত, কিন্তু নারী নির্যাতন আইনের ক্ষেত্রে অনেক দুষ্টু নারী এই আইনকে পুঁজি করে অনেক পুরুষদেরকে কষ্টের মধ্যে নিপতিত করে এজন্য বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ে পছন্দ করা এবং মেয়ের পরিবার পছন্দ করার ক্ষেত্রে ছেলেপক্ষ অনেক সময় ভয় পেয়ে থাকে যা বিয়ে কঠিন হওয়ার অন্যতম একটি কারণ

এক্ষেত্রে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । যেমন, পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এবং নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু নিয়ম-নীতি তারা প্রয়োগ করেছিল নারীদের পক্ষে হবে এই ভেবে, কিন্তু সেগুলো বাস্তবতা বিরোধী হওয়ার কারণে পরবর্তীতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, সেখানে বিয়ে হওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যেমন, 'বিয়ে হওয়ার পর পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে অটোমেটিক চলে যাবে ' এই নীতির ফলে পুরুষরা বিয়ে করাই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে যার ফলে অনেক নারী স্বামী পাচ্ছে না। তারা পাচ্ছে পুরুষ বয়ফ্রেন্ড, যেসব বয়ফেন্ডরা কোন দায়িত্ব নেয় না শুধুমাত্র তাদেরকে ভোগ করে কিছুদিন, তারপরে ছুড়ে ফেলে দেয়, যার ফলে সেই সমাজে মেয়েরা আরও বেশি থেকে বেশি লাঞ্ছিত এবং নিগ্রহিত হচ্ছে। সুতরাং নারীদের রক্ষার জন্য বা নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য যে আইনই করা হোক না কেন তা অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক হতে হবে এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অনুসারে হতে হবে ।

- **১৪.বাংলাদেশের প্রচলিত বাল্যবিবাহ আইন**

বাংলাদেশের বাল্যবিবাহ আইন অনুসারে মেয়েদের ১৮ বছর এবং পুরুষদের ২১ বছর বয়স হতে হবে অথচ ইসলাম এ ধরনের কোন শর্ত আরোপ করে না। বাল্যবিবাহ আইনের এই বয়সের বাধ্যবাধকতা আমাদের সমাজে বিয়েকে কঠিন করে দিচ্ছে

- **১৫.তালাক কঠিন হওয়া**

বিয়ে কঠিন হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে তালাক বা বিচ্ছেদ কঠিন হয়ে যাওয়া, বিশেষত বাংলাদেশে কারো একবার তালাক হয়ে গেলে তার জন্য দ্বিতীয়বার অন্য কোথাও বিবাহ করা খুবই কঠিন সেজন্য অনেকেই বর্তমান সংসারে অনেক কষ্টের মধ্যে থাকলেও তালাক বা বিচ্ছেদের পথে হাটে না, যা জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তালাক কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। তবে যে ক্ষেত্রে বাস্তবিকভাবে তালাক দরকার রয়েছে সেক্ষেত্রে তালাকের পথ সুগম না হওয়া, তালাক কঠিন হওয়ার একই সাথে বিয়ে কঠিন হওয়ার সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

যেমন, হিন্দু ধর্মে বিবাহবিচ্ছেদের কোন সুযোগ নেই সেজন্য কিছু মানুষ সারাটা জীবন দুর্বিষহ ভাবে কাটায় অথবা জিনা বা অনৈতিক সম্পর্কের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। অথচ ইসলামে তালাকের মাধ্যমে এবং তারপর পুনরায় অন্য কোথাও বিবাহের মাধ্যমে নতুন জীবন শুরু করার সুন্দর সুযোগ রয়েছে। সুতরাং এই সুন্দর সুযোগকে হিন্দুয়ানী প্রথার মত রুদ্ধ করা কোনমতেই উচিত নয় ।

উপসংহার

ইসলামে বিয়ের যে সুন্দর নিয়ম নীতি এবং দিক নির্দেশনা রয়েছে তা বাংলাদেশে এখনো পুরোপুরি পালন করা হয় না। কোন সামাজে যদি বিয়েকে ইসলামের নিয়ম এবং দিক নির্দেশনা অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সেই সমাজের প্রত্যেক নারী পুরুষের অধিকার সর্বোচ্চ পরিমাণ নিশ্চিত হবে। সমাজ অবসাদ, ডিপ্রেশন, মাদক ইত্যাদি থেকে বহুলাংশে মুক্ত হবে। এবং সমাজের অন্যান্য অনেক অপরাধ এবং সমস্যা দূর হয়ে যাবে ।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

আল-কুরআনুল কারীম

হাদিস গ্রন্থ, মিশকাত শরীফ

হাদিস গ্রন্থ, বুখারি

হাদিস গ্রন্থ, মুসলিম

হাদিস গ্রন্থ, তিরমিজি

বই, মুমিনের পারিবারিক জীবন, লেখকঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, প্রকাশকঃ জিনিয়াস পাবলিশার

অডিও লেকচার, ইঞ্জিনিয়ার আতিকুর রহমান রিয়াদ